হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

২৮ রুকু

(১,২)আমরা নিরাপদে কিনারে পৌঁছে জানতে পারলাম যে, দ্বীপটার নাম মাল্টা। এর অধিবাসীরা আমাদের সংগে খুব দয়া দেখালো। তখন বৃষ্টি আরম্ভ হলো এবং খুব ঠান্ডা ছিলো বলে তারা আগুন জ্বেলে আমাদের সবাইকে ডাকলো। (৩)হযরত পৌল রা. এক বোঝা শুকনো কাঠ জড়ো করে আগুনে দেবার সময় আগুনের তাপে একটি বিষাক্ত সাপ সেই বোঝা থেকে বের হয়ে তার হাত পেঁচিয়ে ধরলো।

(৪)সাপটিকে তার হাতে ঝুলতে দেখে স্থানীয় লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, "এই লোকটা নিশ্চয়ই খুনি। সাগরের হাত থেকে রক্ষা পেলেও ন্যায়বিচার তাকে বাঁচতে দিলো না।"

(৫)তিনি হাত ঝাড়া দিয়ে সাপটি আগুনে ফেলে দিলেন। তার কোনোই ক্ষতি হলো না। (৬)তারা ভাবছিলো যে, তার শরীর ফুলে উঠবে বা হঠাৎ তিনি মরে পড়ে যাবেন। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও তার কিছু হলো না দেখে তারা মত বদলে বলতে লাগলো, "উনি দেবতা।"

(৭)সেখানে কাছেই দ্বীপের প্রধানের একটি জমিদারি ছিলো। জমিদারের নাম পুবলিয়াস। তিনি তার বাড়িতে আমাদের গ্রহণ করলেন এবং তিনদিন ধরে খুব আদরের সংগে আমাদের সেবাযত্ন করলেন।

(৮)সেই সময় পুবলিয়াসের পিতা জ্বর ও আমাশয় রোগে বিছানায় পড়ে ভুগছিলেন। হযরত পৌল রা. ভেতরে তার কাছে গিয়ে মোনাজাত করলেন এবং তার গায়ে হাত দিয়ে তাকে সুস্থ করলেন। (৯)এই ঘটনার পরে সেই দ্বীপের বাকি সমস্ত রোগী এসে সুস্থ হলো।

(১০)তারা নানাভাবেই আমাদের সম্মান দেখাতে লাগলো এবং পরে জাহাজ ছাড়ার সময় আমাদের দরকারি জিনিসপত্র জাহাজে বোঝাই করে দিলো। (১১)তিন মাস পরে আমরা একটি জাহাজে করে যাত্রা করলাম। জাহাজটি সেই দ্বীপেই শীতকাল কাটিয়ে ছিলো। সেটা ছিলো আলেকজান্দ্রিয়ার জাহাজ এবং তার মাথায় যমজ দেবের প্রতিমা খোদাই করা ছিলো।

(১২)আমরা সুরাকুসে জাহাজ বেঁধে তিনদিন রইলাম। (১৩)সেখান থেকে যাত্রা করে আমরা পুতয়লিতে পৌঁছলাম। (১৪)এখানে আমরা কয়েকজন ইমানদার ভাইয়ের দেখা পেলাম। তাদের সংগে সপ্তাহ খানেক কাটাবার জন্য তারা আমাদের অনুরোধ করলো। এভাবে আমরা রোমে পৌঁছলাম।

(১৫)সেখানকার ইমানদার ভাইয়েরা যখন আমাদের আসার খবর শুনলো, তখন পথে আমাদের সংগে দেখা করার জন্য তাদের কেউ-কেউ আপ্পিয় হাট থেকে, কেউ-কেউ একশো মাইল দূর থেকেও এলো। এদের দেখে হযরত পৌল রা. আল্লাহর শুকরিয়া জানালেন এবং তিনি নিজে উৎসাহিত হলেন। (১৬)আমরা রোমে পৌঁছার পর হযরত পৌল রা. আলাদা ঘরে থাকার অনুমতি পেলেন এবং একজন সৈন্য তাকে পাহারা দিতো।

(১৭)তিনদিন পর তিনি সেখানকার ইহুদি নেতাদের ডেকে তাদের সংগে মিলিত করলেন। তিনি তাদের বললেন, "আমার ভাইয়েরা, যদিও আমি আমাদের জাতির বিরুদ্ধে বা পূর্ব-পুরুষদের নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে কিছুই করিনি, তবুও জেরুসালেমে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং রোমীয়দের হাতে দেয়া হয়েছে। (১৮)রোমীয়রা আমাকে জেরা করার পর ছেড়ে দিতে চেয়েছিলো, কারণ মৃত্যুর উপযুক্ত কোনো দোষ আমি করিনি।

(১৯)কিন্তু ইহুদিরা এতে বাঁধা দেয়ায় বাধ্য হয়ে আমি সম্রাটের কাছে আপিল করেছি। যদিও আমার নিজের লোকদের বিরুদ্ধে নালিস করার কিছু নেই। (২০)এ-জন্যই আমি আপনাদের সংগে দেখা করতে ও কথা বলতে চেয়েছি। কারণ এটা বনি-ইস্রায়েলের সেই আশা, যে-আশার জন্যই আমাকে এই শেকল পরানো হয়েছে।"

(২১)উত্তরে তারা বললেন, "আপনার সম্বন্ধে ইহুদিয়া থেকে আমরা কোনো চিঠি পাইনি। যে-ভাইয়েরা সেখান থেকে এসেছেন, তারাও কেউ আপনার সম্বন্ধে কোনো খারাপ কিছুই বলেননি। (২২)তবে আমরা আপনার মতামত শুনতে চাই। কারণ আমরা জানি, সব জায়গাতেই লোকেরা 'সেই দলের' বিরুদ্ধে কথা বলে।"

(২৩)হযরত পৌল রা.-র সংগে মিলিত হবার জন্য তারা একটি দিন ঠিক করলেন। হযরত পৌল রা. যেখানে থাকতেন, সেখানে তারা ছাড়া আরো অনেকে এলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি আল্লাহর রাজ্যের বিষয়ে তাদের জানালেন ও বোঝালেন। হযরত মুসা আ. এর তওরাত ও নবিদের কিতাবের মধ্য থেকে হযরত ইসা আ. এর বিষয় দেখিয়ে তাঁর সম্বন্ধে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

(২৪)তিনি যা বলেছিলেন তাতে কেউ-কেউ ইমান আনলেন, আবার কেউ-কেউ ইমান আনতে অস্বীকার করলেন। (২৫)তাই তাদের মধ্যে মতের অমিল হলো। আর যখন তারা সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তখন হযরত পৌল রা. আরেকটা মন্তব্য করলেন, "আল্লাহর রুহ্ নবি হযরত ইসাইয়া আ. এর মাধ্যমে আপনাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছে সত্যি কথাই বলেছিলেন, (২৬)এই লোকদের কাছে যাও এবং বলো, 'তোমরা শুনবে কিন্তু কোনো মতেই বুঝবে না; দেখবে কিন্তু কোনো মতেই জানবে না।

(২৭)কারণ এসব লোকের অন্তর অসাড় এবং কান বন্ধ হয়ে গেছে, আর তারা তাদের চোখও বন্ধ করে রেখেছে, যেনো তারা চোখ দিয়ে না-দেখে, কান দিয়ে না-শোনে এবং অন্তর দিয়ে না-বোঝে, আর ভালো হবার জন্য আমার কাছে ফিরে না-আসে।' (২৮,২৯)এ-জন্য আপনারা জেনে রাখুন, আল্লাহর নাজাত অইহুদিদের কাছে পাঠানো হয়েছে, আর তারাই সেই কথা শুনবে।"

(৩০)পুরো দু' বছর ধরে হযরত পৌল রা. তার নিজের ভাড়া বাড়িতে ছিলেন এবং যারা তাঁর সংগে দেখা করতে আসতো, তিনি তাদের সবাইকে গ্রহণ করতেন। (৩১)তিনি সাহসের সংগে, বিনা বাধায়, আল্লাহর রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করতেন এবং হযরত ইসা মসিহের বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।